প্রতিবেদন

‘The Negotiable Instruments Act, 1881’ এর অধীন চেক প্রত্যাখ্যান (Dishonour of Cheque) সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধানসমূহ পর্যালোচনা, প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং আইনটি সহজীকরণ ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে সুপারিশ

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪

সূচীপত্র

১. ভূমিকা	১
২. গবেষণার উদ্দেশ্য	১
৩. চেক ডিজঅনার বা চেক প্রত্যাখ্যান সম্পর্কিত বিধানসমূহ	২
৩.১. দেওয়ানী প্রতিকার	২
৩.২.ফৌজদারী প্রতিকার	২
৩.২.১. চেক ডিজঅনারের আইনগত সংজ্ঞা	২
৩.২.২. চেক প্রত্যাখ্যানজনিত অপরাধের প্রকৃতি	৩
৩.২.৩. বিচারিক এখতিয়ার	৩
৩.২.৪. আপীল সংক্রান্ত বিধান	৪
৩.২.৫. চেক প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের দায়	৪
৪. চেক প্রত্যাখ্যান বিষয়ক মামলার পরিসংখ্যান	৪
৫. চেক প্রত্যাখ্যানের মামলা নিষ্পত্তিতে প্রতিবন্ধকতাসমূহ	৫
৫.১. মামলা দায়েরের উচ্চহার	৫
৫.২.আপোষের সুযোগ না থাকা	৬
৫.৩. আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা	৬
৫.৪. আমলী আদালত হতে বিচারিক আদালতে নথি স্থানান্তরে দীর্ঘসূত্রিতা	৬
৬. অংশীজনের মতামত	৭
৬.১.বিচারিক আদালত বিষয়ক	৭
৬.২.বিশেষায়িত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠন	৭
৬.৩.আপোষের সুযোগ সৃষ্টি করা	৮
৬.৪.জামিন অযোগ্য করা	৮
৬.৫.সাজার পরিমাণ বৃদ্ধি	৮
৬.৬.আপীল দায়ের সহজীকরণ	৮
৬.৭. আপোষের ক্ষেত্রে আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত শিথিল করা	৮
৬.৮. বিদ্যমান আইনে ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা	৮
৬.৯. মামলা ব্যবস্থাপনাকে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর করা	৯
৬.১০. সংক্ষিপ্ত বিচার ব্যবস্থা	৯
৬.১১. চেক প্রদানের উদ্দেশ্য ও টাকার উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান	৯
৬.১২. বিচার ও নিষ্পত্তির সময়সীমা	৯
৭. সংশ্লিষ্ট আইনটি সংস্কারে আইন কমিশনের সুপারিশ	৯
৭.১. বিচারিক এখতিয়ার পুনর্নির্ধারণ	৯
৭.২ চেক প্রত্যাখ্যানের অপরাধকে আপোষযোগ্য (Compoundable) করে বিধান সংযোজন করা	১০
৭.৩ আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রদেয় অন্যূন অর্থের পরিমাণ হ্রাস	১১

	৭.৪ আপোষের ক্ষেত্রে আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত শিথিলের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা	১১
	৭.৫ কারাদণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি	১১
	৭.৬ সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতির প্রয়োগ	১১
	৭.৭ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার জন্য বিশেষায়িত আদালত গঠন	১২
৮.	উপসংহার	১২

১. ভূমিকাঃ

'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' একটি ঐতিহাসিক আইন যা মূলত ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেনকে সহজ ও সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রমিসরি নোট, বিল অব এক্সচেঞ্জ এবং চেক এর মতো হস্তান্তরযোগ্য দলিলের মাধ্যমে লেনদেনের নিরাপত্তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা। যদিও আইনটি মূলত ব্রিটিশ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল, তবে বর্তমানে এই আইনটি ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কার্যকর রয়েছে।

১৯৯৪ সাল পর্যন্ত আইনটি কোনরূপ পরিবর্তন ব্যতীত হুবহু প্রয়োগ করা হয়। সে সময় পর্যন্ত উক্ত আইনটি সম্পূর্ণরূপে দেওয়ানী প্রকৃতির হিসেবেই বিবেচিত হতো এবং উক্ত আইনের অধীনে কোন প্রকার প্রতিকার লাভের জন্য `The Code of Civil Procedure, 1908 (ACT NO. V OF 1908)' এর Order XXXVII এ বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণ করা হতো।

সময়ের বিবর্তনে চেক ডিজঅনার বা চেক প্রত্যাখ্যানের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যমান দেওয়ানী প্রতিকারের পাশাপাশি ফৌজদারী প্রতিকার প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে `The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 1994 (Act No. XIX of 1994)` এর মাধ্যমে মূল আইনের ধারা ১৩৮ ও ১৩৯ সম্বলিত ১৭নং অধ্যায়কে প্রতিস্থাপন করে ধারা ১৩৮-১৪১ সম্বলিত নতুন ১৭নং অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর, ২০০০ ও ২০০৬ সালে আইনটির ১৭নং অধ্যায়ে বর্ণিত বিধানসমূহকে আরও প্রায়োগিক ও কার্যকর করার লক্ষ্যে কিছু গুরত্বপূর্ণ সংশোধন আনয়ন করা হয়। ২০০৬ সালের পর এই আইনে আর কোন পরিবর্তন বা সংশোধন আনয়ন করা হয় নাই।

বর্তমানে চেক ডিজঅনার বা চেক প্রত্যাখ্যানের অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অনেক ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে বিভিন্ন প্রকার আইনি জটিলতা দেখা দেওয়ায় 'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর ১৭নং অধ্যায়ের বিধানাবলী পরীক্ষা নিরীক্ষা করতঃ চেক ডিজঅনার বা চেক প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি কীভাবে আরও সহজ, কার্যকর ও দ্রুততম সময়ে করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার লক্ষ্যে আইন কমিশন এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

এই গবেষণাপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলো 'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর অধীনে চেক ডিজঅনার সম্পর্কিত বিধানগুলো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে এই আইনের প্রয়োগ, চ্যালেঞ্জ এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা। বিশেষত, গবেষণাটি বর্তমান বিচারব্যবস্থায় আইনটির কার্যকরী বাস্তবায়ন এবং সম্ভাব্য সংস্কারসমূহ প্রস্তাব করবে।

৩. চেক ডিজঅনার বা চেক প্রত্যাখ্যান সম্পর্কিত বিধানসমূহ:

'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বর্তমানে চেক ডিজঅনার বা চেক প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে দুই ধরণের প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে। এর একটি হলো দেওয়ানী ও অপরটি ফৌজদারী প্রকৃতির।

৩.১. দেওয়ানী প্রতিকার:

'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' আইনের ৯২-৯৮ ধারাসমূহে প্রমিসরি নোট, বিল অব এক্সচেঞ্জ এবং চেক ডিজঅনার বা প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত প্রতিকার ও তার প্রক্রিয়ার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। উক্ত দেওয়ানী প্রতিকার লাভের জন্য 'The Code of Civil Procedure, 1908 (ACT NO. V OF 1908)' এর Order XXXVII এ 'SUMMARY PROCEDURE ON NEGOTIABLE INSTRUMENTS' শিরোনামে বর্ণিতমতে সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি রয়েছে। ১৯৯৪ সালে 'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' আইন সংশোধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটিই ছিল চেক প্রত্যাখ্যান বিষয়ে একমাত্র প্রতিকার। উল্লেখ্য, উপরিল্লিখিত পদ্ধতি ব্যতিরেকেও নিয়মিত দেওয়ানী আদালতে টাকা আদায়ের মামলা দায়ের করার মাধ্যমেও প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

৩.২. ফৌজদারী প্রতিকার:

চেক ডিজঅনার বা চেক প্রত্যাখ্যান সম্পর্কিত বিরোধ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ১৯৯৪ সালে 'The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 1994 (ACT NO. XIX OF 1994)' এর মাধ্যমে চেক ডিজঅনার বা চেক প্রত্যাখ্যানকে অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে বিদ্যমান 'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর ১৭নং অধ্যায়ে কতিপয় বিধান সংযোজন করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনীর আলোকে 'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এ একটি বিশেষ ধরণের প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

৩.২.১. চেক ডিজঅনারের আইনগত সংজ্ঞা:

উক্ত আইনের ১৩৮ ধারায় চেক ডিজঅনার বা চেক প্রত্যাখ্যানের একটি আইনগত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চেকদাতা যে ব্যাংক এ্যাকাউন্টের বিপরীতে চেক গ্রহীতার নিকট চেকটি প্রদান করেছেন সে এ্যাকাউন্টে যখন উক্ত চেক উপস্থাপন করা হবে তখন ঐ এ্যাকাউন্টে টাকার পরিমাণ অপর্যাপ্ত থাকলে বা চেক এর মাধ্যমে উক্ত এ্যাকাউন্ট হতে প্রদেয় অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের

সাথে চুক্তির দ্বারা পরিশোধযোগ্য অর্থের চেয়ে বেশী হলে চেক প্রত্যাখ্যানের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে।

৩.২.২. চেক প্রত্যাখ্যানজনিত অপরাধের প্রকৃতি:

কোন ব্যক্তি চেক প্রত্যাখ্যানের অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হলে তাকে ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা চেক এ বর্ণিত অংকের ৩ গুণ পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। এই অপরাধটি একটি অ-আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ। তবে এটি আপোষযোগ্য নয়।

৩.২.৩. বিচারিক এখতিয়ার:

১৯৯৪ সালে 'The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 1994 (Act No. XIX of 1994)' এর মাধ্যমে বিদ্যমান ১৩৮ ধারা প্রতিস্থাপনের সময় এই আইনে সংঘটিত অপরাধের বিচারিক এখতিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে 'The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2006 (Act No. III of 2006)' এর মাধ্যমে উক্ত অপরাধকে দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য করা হয়। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ১৩২৫৬/২০১৮নং রীট পিটিশন এবং তৎসঙ্গে ১৪৫০৯/২০১৮, ১৪৫১০/২০১৮ এবং ২৬২/২০১৯নং রীট পিটিশন মামলায় গত ১৮/১০/২০২০ তারিখে প্রদত্ত রায়ে মাননীয় আদালত 'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর ১৩৮ ধারা সংক্রান্ত মামলার বিচারিক আদালত হিসেবে যুগ্ম দায়রা আদালতকে নির্ধারণ করে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করেন:

"…All Sessions Judges in all Sessions Divisions in Bangladesh are directed to allocate the cases under Section 138 of the Negotiable Instrument Act, 1881 for trial to the Courts of Joint Sessions Judges only. The cases which have already been transferred or distributed to the Courts of Additional Sessions Judges, or Sessions Judges, in any Sessions Division should immediately be retransferred/reallocated to the Joint Sessions Judges of the said Division and the concerned Joint Sessions Judges shall continue the trial of such cases from the stage reached by the said Additional Sessions Judges or Sessions Judges."

মাননীয় আদালতের উক্ত আদেশ প্রতিপালনের নিমিত্ত গত ০৮ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ হতে একটি সার্কুলার জারি করা হয়[1]। উক্ত সার্কুলার অনুসারে বর্তমানে যুগ্ম দায়রা/যুগ্ম মহানগর দায়রা আদালতসমূহে 'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর ১৩৮ ধারার মামলার বিচার নিষ্পত্তি হচ্ছে।

৩.২.৪. আপীল সংক্রান্ত বিধান:

চেক প্রত্যাখ্যানের ঘটনায় কোন ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হয়ে আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হলে উচ্চতর আদালতে তার আপীল দায়ের করার সুযোগ রয়েছে। তবে আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত হলো আপীলকারীকে চেক এ বর্ণিত অংকের ৫০% অর্থ বিচারিক আদালতে জমা প্রদান করতে হয়।

৩.২.৫. চেক প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের দায়:

এই আইনে চেক প্রত্যাখ্যানের ঘটনায় কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের দায়কে বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৪. চেক প্রত্যাখ্যান বিষয়ক মামলার পরিসংখ্যান :

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হতে প্রকাশিত ১ এপ্রিল - ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকাশিত 'বাংলাদেশের আদালতসমূহে মামলার পরিসংখ্যানমূলক প্রতিবেদন' পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বিচারিক আদালতে চেক প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত ২,৯০,৮৩৩ টি মামলা বিচারাধীন ছিল। উক্ত তিন মাসে ২২,১১৫ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং নতুন ৩৭,০২৯ টি মামলা দায়ের হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত চেক প্রত্যাখ্যানের মোট ২,৯৮,৮১০টি মামলা বিচারাধীন ছিল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫৬ টি যুগ্ম দায়রা আদালত ও ২৯টি যুগ্ম মহানগর দায়রা আদালতে চেক প্রত্যাখ্যানের মামলাসমূহের বিচার নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। সুপ্রীম কোর্ট হতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, দেশের ১৫৬টি যুগ্ম দায়রা আদালতে মোট বিচারাধীন দায়রা মামলার সংখ্যা ৪,০৭,৯৫২টি অর্থাৎ প্রতিটি আদালতে গড়ে বিচারাধীন দায়রা মামলার সংখ্যা ২৬১৫টি। এই ১৫৬টি যুগ্ম দায়রা আদালতের বিচারক একই সাথে যুগ্ম জেলা জজ আদালতের বিচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মামলার পরিসংখ্যান অনুযায়ী উক্ত ১৫৬ জন বিচারকের নিকট মোট ১,৭০, ৯৭৮টি দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং সে হিসেবে প্রতিটি আদালতে গড়ে বিচারাধীন দেওয়ানী মামলার সংখ্যা ১০৯৬টি। পাশাপাশি ২৯টি যুগ্ম মহানগর দায়রা আদালতে মোট বিচারাধীন দায়রা মামলার সংখ্যা ২,৫২,১৪৮টি অর্থাৎ প্রতিটি আদালতে গড়ে ৮৬৯৪টি দায়রা মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

[1] সার্কুলার নং ২/২০২১, তারিখ ০৮ মার্চ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

৫. চেক প্রত্যাখ্যানের মামলা নিষ্পত্তিতে প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত চেক প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ২,৯০,৮৩৩টি যা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২,৯৮,৮১০ টি। এখানে উল্লেখ্য, উক্ত সময়ের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে ১৮৫ টি যুগ্ম দায়রা/যুগ্ম মহানগর দায়রা আদালতে চেক প্রত্যাখ্যানের ২৯,০৫২ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক বিচারক মাসে গড়ে প্রায় ১৫৭ টি মামলা নিষ্পত্তি করছেন। তথাপি উক্ত সময়ের মধ্যে ৭,৯৭৭টি মামলা বৃদ্ধি পেয়েছে যা নিম্নের চিত্র হতে পরিলক্ষিত হয়েছে।

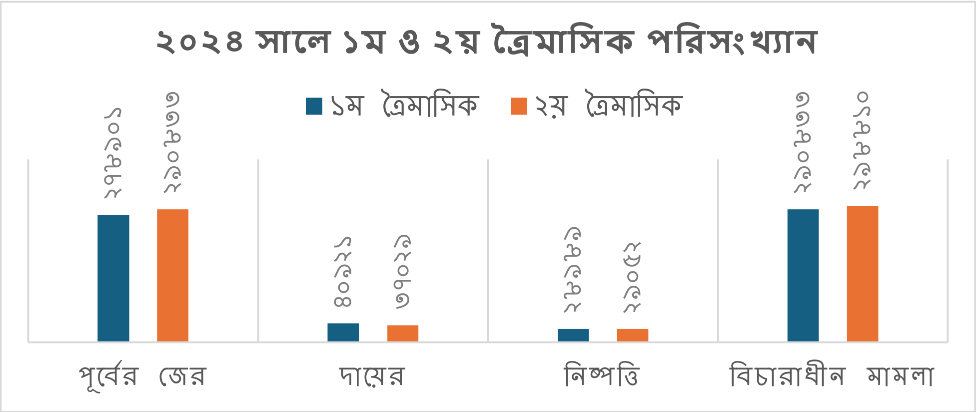

চেক প্রত্যাখ্যানের মামলার এই ক্রমবর্ধমান সংখ্যার পেছনে রয়েছে নিম্নলিখিত কারণসমূহঃ

৫.১. মামলা দায়েরের উচ্চহার:

বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত লেনদেন বৃদ্ধি পাওয়ায় চেক এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন চেক এর বহুমাত্রিক ব্যবহার বেড়েছে, ঠিক তেমনই চেক এর অপব্যবহারও বেড়েছে। এর ফলে মামলা দায়েরের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট আদালতসমূহে চেক প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির হার বিগত বছরগুলোর তুলনায় প্রতি বছর আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি পেলেও এ সংক্রান্ত মামলা দায়েরের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, যা নিম্নের রেখাচিত্র হতে স্পষ্ট।

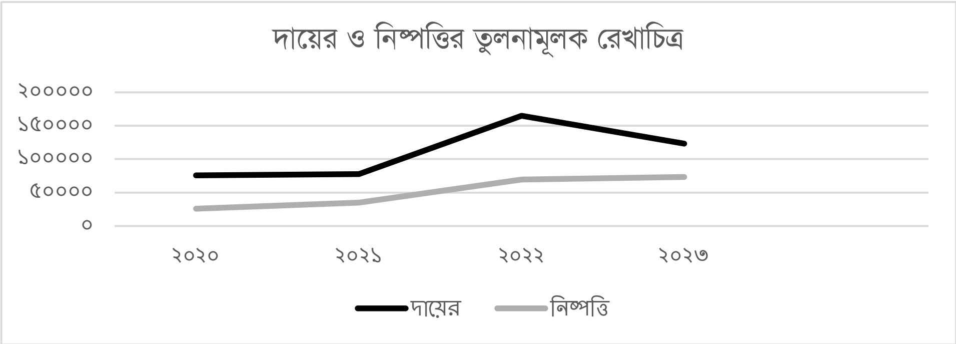

৫.২.আপোষের সুযোগ না থাকা:

'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর ১৭নং অধ্যায়ের ১৩৮ ধারায় চেক প্রত্যাখ্যান বা চেক ডিজঅনার এর বিষয়টি অপরাধ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ১ (এক) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা চেকে বর্ণিত অঙ্কের ৩ (তিন) গুন পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। একই সাথে এই মামলায় প্রদত্ত অর্থদণ্ড হতে চেক এ উল্লিখিত অঙ্কের সমপরিমাণ অর্থ চেক গ্রহীতার নিকট প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'The Code of Criminal Procedure, 1898 (ACT NO. V OF 1898)' এর Schedule II অনুযায়ী সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য এমন অনেক অপরাধ রয়েছে যেখানে ৭(সাত) বছর পর্যন্ত সাজার বিধান থাকা স্বত্বেও অপরাধটি আপোষযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, 'The Penal Code, 1860 (ACT NO. XLV OF 1860)' এর অধীন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য ৪২০ ধারার অপরাধ একটি আপোষযোগ্য অপরাধ (আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে) যার সর্বোচ্চ সাজার পরিমাণ ৭(সাত) বছর। অপরদিকে 'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর ১৩৮ ধারার অপরাধের সর্বোচ্চ সাজা ১(এক) বছর হলেও এটি দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য এবং এতে আপোষের কোন বিধান রাখা হয়নি। ফলে মামলা নিষ্পত্তিতে আইনি জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

৫.৩. আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা:

'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর ১৩৮ ধারার অধীন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক আপীল দায়ের করার পূর্বে চেক এ বর্ণিত অংকের অন্যূন ৫০% অর্থ রায় প্রদানকারী আদালতে দাখিলের শর্ত রয়েছে।[2] এর ফলে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আপীল দায়েরের পূর্বে একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থের সংস্থান করতে হয়, অন্যথায় তিনি আপীল দায়েরের সুবিধা হতে বঞ্চিত হন।

৫.৪. আমলী আদালত হতে বিচারিক আদালতে নথি স্থানান্তরে দীর্ঘসূত্রিতা:

'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর ১৩৮ ধারার মামলা সংশ্লিষ্ট আমলী আদালতে (জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত) দায়ের হয়ে থাকে। উক্ত মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর আমলী আদালত হতে উক্ত মামলার নথি বিচার নিষ্পত্তির জন্য দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই নথি প্রেরণে অত্যাধিক বিলম্ব হয়। ফলে মামলার বিচার প্রক্রিয়ার প্রারম্ভেই যে বিলম্বের সূত্রপাত ঘটে তার প্রভাব মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি করে।

---

[2] 'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর ১৩৮এ ধারা

৬. অংশীজনের মতামত:

কোন একটি আইন প্রণয়ন বা সংস্কারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তাদের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার মাধ্যমেই আইনের পরিপূর্ণতা এবং কার্যকরী বাস্তবায়ন সম্ভব। তাই একটি কার্যকর সুপারিশ প্রেরণের উদ্দেশ্যে আইন কমিশন ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে দেশের যুগ্ম দায়রা জজ এবং যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ পর্যায়ের ৩৭টি আদালতের বিচারকের সাথে মত বিনিময় করে। এছাড়া রাজশাহী জেলায় কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারক ও আইনজীবী, পাবলিক প্রসিকিউটরের সাথে পৃথক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে মতামত সংগ্রহ করা হয়। এই আইনের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ অংশীজন তথা ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথেও মতবিনিময় করা হয়। সবশেষে আইন কমিশন ভুক্তভোগীসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে সাথে নিয়ে জাতীয় পর্যায়েও একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এ সকল মতবিনিময় সভায় অংশীজনেরা বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন। উক্ত মতামতসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো নিম্নরূপ:

৬.১. বিচারিক আদালত বিষয়ক:

'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর ১৩৮ ধারার অধীনে চেক প্রত্যাখ্যানের মামলার বিচার কোন আদালতে বিচার্য হবে সে সংক্রান্তে নিম্নরূপ মতামত পাওয়া গেছে:

৬.১.১. অধিকাংশ অংশীজনের মতে এ সংক্রান্ত মামলাসমূহ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের বিচারক কর্তৃক বিচার্য হওয়া উচিত। যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পর্যায়ের একজন বিচারকের মেধা ও দক্ষতা এই প্রকৃতির মামলায় ব্যয় হওয়া অপচয়ের সামিল।

৬.১.২. তবে কোন কোন অংশীজনের মতে চেকে উল্লিখিত টাকার অঙ্কের উপর নির্ভর করে চেক প্রত্যাখ্যানের মামলাসমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করে কম টাকার চেক সংক্রান্ত মামলাসমূহ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং বেশী টাকার চেক সংক্রান্ত মামলাসমূহ যুগ্ম দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য হতে পারে।

৬.২. বিশেষায়িত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠন:

চেক এ বর্ণিত অঙ্ক বিবেচনায় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মামলাসমূহ ঋণ আদায় সংক্রান্ত এবং উক্ত মামলা সমূহে বিজড়িত অর্থ জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভিত্তি। ফলে এসব ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের টাকা আদায়ে দায়েরকৃত চেক প্রত্যাখ্যানের মামলা বিচারের জন্য পৃথক বিশেষায়িত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

৬.৩.আপোষের সুযোগ সৃষ্টি করা:

সকল অংশীজন চেক প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত অপরাধ আপোষযোগ্য হওয়া উচিৎ এবং মামলার যেকোনো পর্যায়ে আপোষের বিধান রেখে আইনটি সংশোধন করা আবশ্যক মর্মে মতামত প্রদান করেছেন।

৬.৪.জামিন অযোগ্য করা:

১০-২০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব চেক প্রত্যাখ্যানের অপরাধ জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

৬.৫.সাজার পরিমাণ বৃদ্ধি:

চেক প্রত্যাখ্যানের মামলায় সাজার পরিমাণ সর্বোচ্চ **১** (এক) বছর, যা খুবই কম। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যাখ্যাত চেকসমূহে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক বেশী হয়, ফলে এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে সাজার পরিমাণও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাছাড়া, এক্ষেত্রে স্ল্যাব (Slab) করা যেতে পারে, অর্থাৎ চেকে উল্লিখিত টাকার অঙ্কের উপর ভিত্তি করে সাজার পরিমাণ কম-বেশী করে সাজার বিধান প্রনয়ণ করা যেতে পারে।

৬.৬. আপীল দায়ের সহজীকরণ:

আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত হিসেবে ৫০% টাকা জমা দেয়ার বিধান শিথিল অথবা এর পরিমাণ কমিয়ে ১০% - ২৫% করা যেতে পারে। আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রদেয় টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান/অভিযোগকারীর নিকট প্রদান করার বিধান রাখা যেতে পারে।

৬.৭.আপোষের ক্ষেত্রে আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত শিথিল করা:

অধিকাংশ অংশীজনের মতে আপোষের ক্ষেত্রে চালানের টাকা জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা শিথিল করা বা আপীল দায়ের এর ক্ষেত্রে চেকের শতকরা কত টাকা জমা দেওয়া হবে বা আদৌ কোনো টাকা জমা প্রদান করতে হবে কিনা সে বিষয়ে বিচারকের বিবেচনার সুযোগ রাখা যেতে পারে।

৬.৮. বিদ্যমান আইনে ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা:

বর্তমানের ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবাসমূহ অনেকাংশে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ার কারণে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান আইনে ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে কোন বিধান না থাকায় তা সংযোজন করা আবশ্যক।

৬.৯.মামলা ব্যবস্থাপনাকে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর করা:

মামলা দায়ের, প্রসেস ইস্যু (সমন জারি) এবং মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর তা বিচারিক আদালতে প্রেরণের ক্ষেত্রে অত্যাধিক বিলম্ব হয়। চেক এর মামলা ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করা হলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ও সহজে চেক প্রত্যাখ্যানের মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

৬.১০. সংক্ষিপ্ত বিচার ব্যবস্থা:

চেক প্রত্যাখ্যানের মামলাসমূহ বিচারের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি (Summary trial) এর প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

৬.১১. চেক প্রদানের উদ্দেশ্য ও টাকার উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান:

চেক দাতা হতে চেক গ্রহীতা কী সূত্রে টাকা পেতে অধিকারী তা প্রমাণসহ চেকে উল্লিখিত টাকার উৎস প্রমাণের বিষয়ে অভিযোগকারীর প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা উচিৎ।

৬.১২. বিচার ও নিষ্পত্তির সময়সীমা:

চেক প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া আবশ্যক।

৭. সংশ্লিষ্ট আইনটি সংস্কারে আইন কমিশনের সুপারিশ:

৭.১. বিচারিক এখতিয়ার পুনর্নির্ধারণ :

বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫৬টি যুগ্ম দায়রা আদালত এবং ২৯টি যুগ্ম মহানগর দায়রা আদালত রয়েছে। এছাড়া উক্ত ১৫৬টি যুগ্ম দায়রা আদালতের বিচারকগণ দায়রা আদালতের পাশাপাশি যুগ্ম জেলা জজ আদালত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সারাদেশে ১৫৬টি যুগ্ম দায়রা আদালতে মোট বিচারাধীন দায়রা মামলা ৪,০৭,৯৫২ টি যার মধ্যে চেক প্রত্যাখ্যানের মামলার সংখ্যা ২,০৩,৬৭২ টি এবং ১৫৬টি যুগ্ম জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানী মামলার সংখ্যা ১,৭০,৯৭৮টি। এখানে উল্লেখ্য উক্ত উভয় প্রকার আদালতে একজন বিচারক একইসাথে যুগ্ম দায়রা আদালত ও যুগ্ম জেলা জজ আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্তরূপ তথ্যমতে, প্রত্যেক যুগ্ম দায়রা আদালতে গড়ে ১,৩০৫টি চেক প্রত্যাখ্যান মামলাসহ ২,৬১৫টি দায়রা মামলা এবং প্রত্যেক যুগ্ম জেলা জজ আদালতে গড়ে ১০৯৬টি দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়া, উক্ত বিচারক একই সাথে বিশেষ আদালত, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন ট্রাইব্যুনাল, সাকসেশন আদালত, অর্থ ঋণ আদালত, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২৯টি যুগ্ম মহানগর দায়রা আদালতে ২,৫২,১৪৮টি দায়রা মামলা বিচারাধীন রয়েছে যার মধ্যে ১,০২,০৭৫টি চেক প্রত্যাখ্যানের মামলা রয়েছে। সে অনুসারে প্রত্যেক যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিপরীতে গড়ে ৩,৫১৯টি চেক

প্রত্যাখ্যানের মামলাসহ ৮,৬৯৪টি দায়রা মামলা রয়েছে। অধিকন্তু এই আদালতসমূহ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে।

অপরদিকে সারাদেশে ৭৫৭টি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত রয়েছে যেখানে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১১,৭০,১৫১টি, অর্থাৎ প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা গড়ে ১,৫৪৫টি। উল্লেখ্য যে, ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারিক আদালতের পাশাপাশি আমলী আদালতের দায়িত্বপালনসহ বিভিন্ন প্রকার তদন্ত, ১৬৪ ধারায় আসামির দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি/সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ২২ ধারার অধীনে প্রদত্ত জবানবন্দি গ্রহণসহ বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

উপরিল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী বিদ্যমান পরিস্থিতিতে প্রত্যেক যুগ্ম দায়রা ও যুগ্ম মহানগর দায়রা আদালতে যথাক্রমে গড়ে ১,৩০৫টি ও ৩,৫১৯টি চেক প্রত্যাখ্যানের মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এই মামলাসমূহের বিচারিক এখতিয়ার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে প্রদান করা হলে প্রত্যেক জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিদ্যমান বিচারাধীন মামলার সাথে প্রায় ৪০৪টি মামলা যোগ হবে।

মামলার গুরুত্ব ও বিচার প্রক্রিয়া বিবেচনায় যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালতসমূহ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানী ও বিচার নিষ্পত্তি করে থাকে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সব ধরণের মামলার সংখ্যা বিবেচনায় এই আদালতসমূহে মামলার চাপ অত্যাধিক। অপরদিকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কাজের পরিমাণ অত্যাধিক হওয়া স্বত্বেও চেক প্রত্যাখ্যানের মামলায় সাজার পরিমাণ এক বছর বা চেকের অংকের তিনগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়দন্ডে দণ্ডিত করার বিধান থাকায় চেক প্রত্যাখ্যানের মামলার বিচারিক এখতিয়ার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নিকট প্রদান করা বাঞ্চনীয়।

৭.২ চেক প্রত্যাখ্যানের অপরাধকে আপোষযোগ্য (Compoundable) করে বিধান সংযোজন করা:

আইনটিতে আপোষের কোন সুযোগ না থাকায় এই আইনের অধীন মামলা দায়েরের পর পক্ষদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ আপোষে নিষ্পত্তির সুযোগ সৃষ্টি হলেও আইনগত জটিলতার কারণে তারা মামলাটি নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হন। অনেক ক্ষেত্রে আপোষে বিরোধ নিষ্পত্তির পর পক্ষগণ অজ্ঞতা ও অনীহার কারণে আদালতে চলমান মামলায় আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না। কিন্তু মামলাটি তার আপন গতিতে নিষ্পত্তি হয়ে অনেক সময় আসামির সাজা হয় এবং এতে আইনি জটিলতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি পক্ষগণও হয়রানীর শিকার হন। এছাড়াও বিচারক, আইনজীবীগণসহ সকল অংশীজন চেক প্রত্যাখ্যানের অপরাধটি আপোষযোগ্য করা প্রয়োজন মর্মে মতামত প্রদান করেন। এক্ষেত্রে, মামলা চলাকালীন যেকোনো পর্যায়ে এমনকি আপীল বা রিভিশনেও আপোষের সুযোগ রেখে আইনটিতে বিধান সন্নিবেশ করা যেতে পারে।

৭.৩ আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রদেয় অন্যুন অর্থের পরিমাণ হ্রাসঃ

বিদ্যমান আইনে আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত হিসেবে ৫০% টাকা জমা দেয়ার যে বিধান রয়েছে তা হ্রাস করা যেতে পারে বা চেক এ উল্লিখিত অঙ্কের উপর ভিত্তি করে স্ল্যাব (Slab) করে দেওয়া যেতে পারে।

৭.৪ আপোষের ক্ষেত্রে আপীল দায়েরের পূর্বশর্ত শিথিলের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা:

বর্তমানে 'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' এর ১৩৮ ধারার অধীন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক আপীল দায়ের করার পূর্বে রায় প্রদানকারী আদালতে চেকে বর্ণিত অংকের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা প্রদানের শর্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর মামলাটিতে বিচারিক আদালতের কর্তৃত্বের অবসান (Functus Officio) হয়। এক্ষেত্রে বিচারিক আদালতের রায় হওয়ার পরে পক্ষদের মধ্যে সৃষ্ট চেক প্রত্যাখ্যানের বিরোধ আপোষে নিষ্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও মামলাটিতে বিচারিক আদালত কোনো আদেশ প্রদান করতে অধিকারী হয় না। ফলে, পক্ষদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ প্রকৃতভাবে নিষ্পত্তি করতে হলে পক্ষদেরকে আপীল দায়ের করেই তা নিষ্পত্তি করতে হয়। তবে, এক্ষেত্রে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শুধুমাত্র আপীল দায়ের করার জন্য যে অর্থ প্রদান করতে হয় তা প্রকৃতপক্ষে উক্ত ব্যক্তির জন্য কষ্টকর পরিস্থিতির (Hardship) সৃষ্টি করে এবং আপোষের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং, আপোষের ক্ষেত্রে আপীল দায়ের করার পূর্বে উক্ত অর্থ জমা প্রদানের শর্ত শিথিল করে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আপীল দায়েরের সুযোগ দিয়ে বিধান সংযোজন করা যেতে পারে।

৭.৫ কারাদণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধিঃ

চেক প্রত্যাখ্যানের মামলায় বিদ্যমান আইনে সাজার পরিমাণ সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা চেকে বর্ণিত অঙ্কের ৩ (গুণ) পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। যেহেতু বড় অঙ্কের চেক প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের পরিমাণ অত্যন্ত কম সেহেতু এ বিষয়ে অংশীজনেরা বড় অঙ্কের চেক এর ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধির পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। এছাড়া চেক এর অপব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যেও দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় অর্থদণ্ড ও উভয়দণ্ডের বিদ্যমান বিধান অক্ষুন্ন রেখে শুধুমাত্র কারাদণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছরের পরিবর্তে ২ (দুই) বছর বা তদূর্ধ্ব নির্ধারণ করে আইনটি সংশোধন করা যেতে পারে।

৭.৬ সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতির প্রয়োগঃ

চেক প্রত্যাখ্যানের মামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনাগত বা আইনগত (Facts and Law) জটিল প্রশ্ন জড়িত থাকেনা। ফলে, এই প্রকৃতির মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে 'The Code of Criminal

Procedure, 1898 (ACT NO. V OF 1898)', Chapter XXII এর ২৬০-২৬৫ ধারার বিধানের আলোকে সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিধান সংযোজন করা যেতে পারে।

৭.৭ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার জন্য বিশেষায়িত আদালত গঠন:

ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার মামলাসমূহ দ্রততম সময়ে ও সহজে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বিশেষায়িত আদালত গঠন করা যেতে পারে।

৮. উপসংহার:

'The Negotiable Instruments Act, 1881 (ACT NO. XXVI OF 1881)' -এর অধীন চেক প্রত্যাখ্যান বিষয়ক আইন আধুনিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনের আওতায় চেক ডিজঅনার অপরাধ হিসেবে শাস্তিযোগ্য হলেও এর কার্যকরী প্রয়োগে বেশ কিছু সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিশেষ করে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা এবং দণ্ড কার্যকরের জটিলতা আইনটির কার্যকারিতা অনেকাংশে হ্রাস করছে।

উক্ত আইনের কার্যকরী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে উপরিল্লিখিত বিধানসমূহ সংশোধন করা আবশ্যক। এর ফলে চেক প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বাণিজ্যিক লেনদেনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

স্বাক্ষরিত /-৩১.১২.২০২৪
(অধ্যাপক নাইমা হক পিএইচ ডি)
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত /-৩১.১২.২০২৪
(বিচারপতি শামীম হাসনাইন)
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত /-৩১.১২.২০২৪
(বিচারপতি জিনাত আরা)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন